অথচ অভিজ্ঞান-শকুন্তলাকে কেহই কালিদাসের প্রথম রচনা বলিবেন না। অনেকে মনে করেন, কালিদাস ইচ্ছা করিয়াই তৎকালীন রাজ-অন্তঃপুরের জীবনকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই নাটক রচনা করিয়াছেন।[৩৮] নাটকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বিদূষকের চরিত্র ইহাতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং নাটকের পরিণতি সম্পাদনে বিদূষক ইহাতে যতখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কালিদাসের অন্য কোনও নাটকে তাহা করে নাই।[৩৯]

কালিদাস রচিত আর একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক **বিক্রমোর্বশী**। রাজা পুরূরবার সহিত অপ্সরা উর্বশীর প্রণয়ের কাহিনী ঋগ্বেদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগেও বিভিন্নরূপে এই কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে। পুরূরবা অসুরগণের হাত হইতে উর্বশীর উদ্ধারসাধন করেন এবং তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশীকে স্বর্গে যাইতে হয় এবং এই বিচ্ছেদে পুরূরবা মর্মাহত হইয়া পড়েন। স্বর্গে **লক্ষ্মীস্বয়ংবর** নাটকের অভিনয়ে উর্বশীকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইল। পুরূরবার চিন্তায় মগ্ন তাঁহার মন, অভিনয়কালে উর্বশী 'পুরুষোত্তম' স্থলে বলিয়া ফেলিলেন 'পুরূরবা'। ভরতের অভিশাপে উর্বশীকে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হয় এবং ইন্দ্রের কৃপায় তাঁহার অভিশাপ এইটুকুই মাত্র লঘু হইল যে, পুরূরবার ঔরসে সন্তানের জন্মদান করিয়া এক বৎসর পরে উর্বশী আবার স্বর্গে আসিতে পারিবেন। শেষ দিকে কণ্বের আশ্রমে উর্বশীর লতারূপ গ্রহণ, পুরূরবার প্রেমোন্মত্ততা এবং উর্বশীর পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি নাটকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ। পুত্র আয়ুর জন্মের পর উর্বশীর স্বর্গে প্রত্যাগমনের দিন আসিয়া পড়িল। দৈত্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পুরূরবা ইন্দ্রকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার পুরস্কারস্বরূপ ইন্দ্র উর্বশীকে পুরূরবার সহিত থাকিতে অনুমতি দিলেন। চতুর্থ অংশে উর্বশীর বিরহে প্রেমোন্মত্ত পুরূরবার মর্মস্পর্শী বিলাপের যে কাব্যরূপ কালিদাস দিয়াছেন তাহা পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

নাট্যকৌশল ও কাব্যসম্পদের অপূর্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয় কালিদাসের সাত অঙ্কের নাটক **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**-এ। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বহুল প্রচারিত কাহিনীকে অবলম্বন

৩৮। "A conventional dramatisation of harem intrigue in the court of king Agnimitra of Vidisa, probably of the Sunga dynasty." —Macdonell: *Sanskrit Literature*, 330: দ্রষ্টব্য: K. R. Pisharoti: *Journal of the Annamalai Univ., II*

৩৯। নাটকটি সম্বন্ধে S. N. Das Gupta ও S. K. De-র সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইল: The *Malavika* is not a love-drama of the type of the Svapnavasavadatta, to which it has a superficial resemblance, but which possesses a far more serious interest. It is a light-hearted comedy of court-life in five acts, in which love is a pretty game, and in which the hero need not be of heroic proportion, nor the heroine anything but a charming and attractive maiden. ..The former is a care-free and courteous gentleman, on whom the burden of kingly responsibility sits but tightly, who is no longer young but no less ardent, who is an ideal Daksina Nayaka possessing a great capacity for falling in and out of love; while the latter is a faintly drawn *ingenue* with nothing but good looks and willingness to be loved by the incorrigible king-lover. ..The characterisation is sharp and clear, and the expression polished. elegant and even dainty. .Judged by its own standard, there is nothing immature, clumsy or turgid in the drama."

করিয়া রচিত হইলেও কালিদাস ইহাতে নিজস্ব প্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন এবং কালিদাস যদি আর কোনও কাব্য বা নাটক রচনা নাও করিতেন, তবুও এই একখানি নাটকই তাঁহাকে একাধারে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকাররূপে যশোমণ্ডিত করিয়া রাখিত।[৪০] বিশেষ করিয়া চতুর্থ অঙ্কে আমরা প্রকৃতির কবি কালিদাসের পূর্ণ পরিচয় পাই। সেখানে কবি প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় এবং প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া মানুষের সমধর্মীরূপে চিত্রিত করিয়া মানুষেরই সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার করিয়াছেন। প্রকৃতি সেখানে অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার মতই একটি স্বতন্ত্র চরিত্র যাহা শকুন্তলার সুখ-দুঃখকে সমানভাবে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করে। চতুর্থ অঙ্কই শ্রেষ্ঠ অঙ্ক এই কথা বলার তাৎপর্য এই যে সেখানে কালিদাস কবিরূপে স্বমহিমায় সমাসীন। নাটকীয় ধারার উৎকর্ষ-বিচারে কিন্তু পঞ্চম অঙ্কই শ্রেষ্ঠ। কুশলী নাট্যকাররূপে কালিদাসের পরিচয় সেখানেই পাওয়া যায়। তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কের মধ্যে মাত্র শকুন্তলার বিদায়কে কেন্দ্র করিয়া একটি পূর্ণ অঙ্ক না দিলেও নাটকের পরিণতি সম্পাদনে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইত না। চতুর্থ অঙ্কটির জন্য অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় শাশ্বত মানবচিত্তের নিকট একটি শাশ্বতী বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া কালিদাস যে এক কালজয়ী আবেদন করিয়াছেন, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম-কাহিনী ভুলিয়া গেলেও সেই আবেদন চির উপভোগ্য হইয়া থাকিবে। কন্যার পতিগৃহে যাইবার সময়ে তাহার আবাল্য পরিচিত আত্মীয়, সঙ্গী ও পরিবেশের সহিত অন্তরের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার যে শাশ্বত বেদনা, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ ও প্রকৃতির যে অন্তরঙ্গতার চিত্র কালিদাস অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য। নাটকের নায়ক-নায়িকাকে মুখোমুখী দাঁড় করাইয়া, উভয়কে সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, উভয়ের নিকট উভয়কে দুর্বোধ্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কালিদাস করিয়াছেন, তাহাই নাটকের চরম মুহূর্ত। নাট্যকার কালিদাসের পূর্ণ পরিচয় পঞ্চম অঙ্কে। মহাভারতের আদি পর্ব ও পদ্মপুরাণ হইতে হয়ত কালিদাস নাটকীয় আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলা কালিদাসের কমকল্পনার অপরা সৃষ্টি। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয়-কাহিনী বর্ণনাই কালিদাসের উদ্দেশ্য নয়। তপস্যা, সংযম ও নিষ্ঠা না থাকিলে যে দেহনিষ্ঠ কাম দেহাতীত প্রেমে পরিণত হইতে পারে না, তাহাই কালিদাস এই নাটকে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন।[৪১]

৪০। তুল: (১) কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা॥
(২) কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্॥

৪১। "Contrasted with Kalidasa's own Malavikagnimitra and Vikramorvasiya, the sorrow of the hero and heroine in this drama is far more human, far more genuine, and love is no longer a light-hearted passion in an elegant surrounding, nor an explosive emotion ending in madness, but a deep and steadfast enthusiasm, or rather a progressive emotional experience, which results in an abiding spiritual feeling."—Das Gupta & De

"মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্যসৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্কবর্তী সেই মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।"—রবীন্দ্রনাথ: **প্রাচীন সাহিত্য।**